## Case name

Shreya Singhal v. Union of India (2015) 10 SCC 459 (2015)

## Case

তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর 66এ ধারার সাংবিধানিকতা সম্পর্কে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়।

## Brief Summary

সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর 66এ ধারা অসাংবিধানিক কারণ এটি সংবিধানের 19 (1) (এ) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে। এই ধারাটি অস্পষ্ট, স্বেচ্ছাচারী এবং অযৌক্তিক বলে মনে করা হয়েছিল এবং এটি বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অযথা বাধা দেয় বলে মনে করা হয়েছিল। আদালত করোলা পুলিশ আইন, 2011-এর 118 (ডি) ধারাকেও অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে।

## Main Arguments

আবেদনকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত মূল যুক্তি ছিল যে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 66এ ধারা অসাংবিধানিক কারণ এটি সংবিধানের 19 (1) (এ) অনুচ্ছেদে লঙ্ঘন করে। উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং আপত্তিকর বিষয়বস্তুর বিস্তার রোধ করতে ধারা 66এ প্রয়োজনীয়। আদালত আবেদনকারীদের সঙ্গে একমত হয় যে 66এ ধারাটি অসাংবিধানিক, এর অস্পষ্টতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করে।

## Legal Precedents or Statutes Cited

- ভারতীয় সংবিধানের 14,19 (1) (এ), এবং 19 (2) ধারা।-তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর 66এ, 69এ এবং 79 ধারা।-করোলা পুলিশ আইন, 2011-এর 118 (ডি) ধারা।- তথ্য প্রযুক্তি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা) বিধিমালা 2011।

## Quotations from the court

- ধারা 66এ স্পষ্টতই স্বেচ্ছাচারী এবং ভারতীয় সংবিধানের 14 অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী। "-" ধারা 66এ অস্পষ্ট এবং অনিশ্চয়তার কুফল থেকে ভুগছে। "-" "ধারা 66এ অসাংবিধানিক কারণ এটি বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অযথা বাধা দেয়।"

## Present Court's Verdict

আদালত বলেছে যে আইটি আইনের 66এ ধারা অসাংবিধানিক এবং প্রয়োগ করা যাবে না। আদালত করোলা পুলিশ আইন, 2011-এর 118 (ডি) ধারাকেও অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। আদালত তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 69এ ধারা এবং তথ্য প্রযুক্তি (ইন্টারসেপশন, মনিটরিং এবং তথ্যের ডিক্রিপশনের জন্য পদ্ধতি ও সুরক্ষা) বিধিমালা, 2009-এর সাংবিধানিক বৈধতা বহাল রেখেছে।

## Conclusion

সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতে অনলাইন বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 66এ ধারা বাতিল করার আদালতের সিদ্ধান্তকে অনলাইন বাকস্বাধীনতার প্রবক্তাদের বিজয় হিসাবে দেখা হয়েছে, অন্যদিকে আদালতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 69এ ধারা এবং 2009 সালের বিধিমালা বহাল রাখাটিকে একটি সমঝোতা হিসাবে দেখা হয়েছে। রায়টি অনলাইন বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলি যাতে স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত হয় তা নিশ্চিত করার গুরুত্বকেও তুলে ধরেছে।